http://epaper.prothom-alo.com/view/dhaka/2016-12-19/4

Date: 19 December 2016

প্রথম আলো

সংরক্ষিত আসনের নারী সদস্যরা বৈষম্যের শিকার

নিজস্ব প্রতিবেদক

তৃণমূল পর্যায়ের রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ বাড়ছে। তাঁদের মধ্যে নেতৃত্বের সব ধরনের গুণাবলি স্পষ্ট। কিন্তু পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতার কারণে কর্মক্ষেত্রে তাঁরা উপেক্ষিত। বাধাগ্রস্ত হচ্ছে তাঁদের সক্রিয় অংশগ্রহণ।

গতকাল রোববার 'ইউনিয়ন পরিষদের সংরক্ষিত আসনে নারী সদস্যদের ক্ষমতা ও কার্যাবলি: বাস্তবায়নে করণীয়' শীর্ষক আলোচনা সভায় বক্তারা কথাগুলো বলেন। *ডেইলি স্টার* ভবনের একটি মিলনায়তনে যৌথভাবে এর আয়োজন করে ব্লাস্ট, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, সিডা ওডিয়াকনিয়া।

বক্তারা আরও বলেন, সংরক্ষিত আসনের নারী সদস্যরা নানা ধরনের বৈষম্যের শিকার হন। পরিষদের কাজে তাঁদের সক্রিয় অংশগ্রহণ নেই বললেই চলে। এখানে তাঁদের মতামতের কোনো গুরুত্ব নেই। এমনকি মিটিংয়ে তাঁদের বদলে তাঁদের স্বামীদের অংশ নেওয়ার উদাহরণও আছে। চেয়ারম্যানের অনুমতি ছাড়া কোনো আলোচনাতেও তাঁরা অংশ নিতে পারেন না। সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্তির ক্ষেত্রেও তাঁরা পিছিয়ে।

সভায় জানানো হয়, ২০১৫ সালে ৪৫টি ইউনিয়নে ব্লাস্ট এক সমীক্ষা চালায়। এই সমীক্ষাতে দেখা গেছে, ৫৮৫টি স্থায়ী কমিটির মধ্যে মাত্র ৯২টির সভাপতি নারী। নিয়ম অনুযায়ী এ সংখ্যা হতে হবে কমপক্ষে ১৯৫। একই রকম প্রবণতা দেখা গেছে বাস্তবায়িত প্রকল্প প্রধানের ক্ষেত্রেও।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে সাংসদ ফজলে হোসেন বাদশা বলেন, ইউনিয়ন পরিষদে কেন সংসদেও নারী সদস্যরা বৈষম্যের শিকার হন। বিধিমালা করে এই সংকটের সমাধান সম্ভব নয়। এ জন্য নির্বাচন পদ্ধতি পরিবর্তন করতে হবে। পাশাপাশি জবাবদিহির সংস্কৃতিও খুব দরকার।

সভায় নওগাঁর কালিকাপুর ইউনিয়নের সংরক্ষিত আসনের নারী সদস্য হোসনে আরা বেগম বলেন, 'পরিষদে নারী-পুরুষ সদস্যদের মধ্যে বৈষম্য প্রকট। আমি তিনটি ওয়ার্ডে বণ্টনের জন্য ৩০টি ভিজিডি কার্ড পেয়েছি, যেখানে পুরুষ সদস্যরা এক ওয়ার্ডের জন্য পেয়েছেন ৩৫টি কার্ড। এ ছাড়া কোনো কাজে আমাদের মতামতও নেওয়া হয় না। অন্যান্য সুবিধাদিও খুব কম।'

সাংসদ শিরিন আখতার বলেন, ক্ষমতার কেন্দ্রে নারী থাকলেও দেশে নারীদের অবস্থা নাজুক। প্রত্যেক নারীকে নিজের অধিকার আদায়ে শক্ত হাতে কাজ করতে হবে। এ ছাড়া নারী সদস্যদের তাঁদের ক্ষমতা, অধিকার ও কার্যবিধি সম্পর্কে ভালোভাবে জানার পরামর্শ দেন তিনি, যাতে তাঁরা কর্মক্ষেত্রে সম-অধিকার, সমমর্যাদা প্রতিষ্ঠা করতে পারেন।

ংবাদ

চ্ছি যে, ইঞ্জিনিয়ারিং
লিঃ (ইপিসি) এর

http://www.thedailystar.net/city/female-members-should-be-legally-empowered-1332166

12:00 AM, December 19, 2016 / LAST MODIFIED: 03:36 AM, December 19, 2016

Female UP members should be legally empowered

Discussion on their exclusion told

Staff Correspondent

The government should formulate rules specifying the power and jurisdiction of female members of reserved seats in the Union Parishads (UPs) to end discriminations against them, a discussion was told yesterday.

Chairmen and male members of UPs deprive their females colleagues of their due honour and power in many ways due to lack of government rules, while empowerment of female members is crucial for strengthening local government bodies, they viewed.

They were speaking at a discussion on the "activities and power of female members of reserved seats of Union Parishads", organised by Bangladesh Legal Aid and Services Trust (BLAST) at The Daily Star Centre in the capital.

Osnara Parul, a female member of Kalikapur UP under Manda upazila of Naogaon, said the chairman and male members joining hands together deprived females in implementing social safety net programmes.

For example, a general ward male member gets 35 VGF cards, and proportionately, a female member of reserved seat is supposed to get 105 cards because each reserved seat represents three general wards, she said. "But we get only 30 VGF cards," she said.

Kastontina Hasda, female member of Dewpara UP under Godagari upazila of Rajshahi, said in most cases the chairman and male members kept them in the dark about activities of the UP.

"For example, the chairman has recently set up some tube-wells in my areas. But I know nothing about it. How many tube-wells have been allotted to my area, where would they be set up, and what is the source of the fund?" she said.

Presenting a keynote paper, BLAST official Tajul Islam said at least a third of the safety net programmes like VGD, VGF, widow allowance, elderly allowance, and others should be implemented by female members, but in reality, women's involvement with implementing such activities was very low.

In absence of the chairman, a female member along with two other male members is supposed to perform duties of the chairman, but in reality, the female member hardly gets the chance, he said in the paper.

Lawmaker Fazle Hossain Badsha, also member of the parliamentary standing committee on the LGRD ministry, said women empowerment must be ensured for strengthening local government bodies that was the prime prerequisite for flourishing democracy.

He opined for direct budgetary allocations for local government bodies so that rural people really get the benefit.

Shirin Akhter, general secretary of Jatiya Samajtantrik Dal (JSD-Inu), said the state and administration should extend all-out cooperation for enforcing law relating to women's rights.

She also urged women to raise their voice together for establishing their rights.

However, Local Government Division's Deputy Secretary Mahbubur Rahman said his ministry had already taken different initiatives for empowering women who were elected representatives of different local government bodies.